ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

থালাপাতি বিজয় পারিশ্রমিক নিয়েছেন ২৪৯ কোটি টাকা !

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হচ্ছেন দ্রাবিড়

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৪৯ ● কলকাতা ● ২৫ ভাদ্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

প্রতিবাদে অনড় রয়েছেন রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার জন্য মঙ্গলবার বিকাল ৫টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদ ছেড়ে উৎসবে ফেরার বার্তা দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। তারপরেও আর জি কর কান্ডে প্রতিবাদে অনড় রয়েছেন রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা। জারি রেখেছেন কর্মবিরতি। তবে শুধু কর্মবিরতি জারি রেখেই থেমে থাকেন নি জুনিয়র ডাক্তাররা। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তারা কর্মবিরতির মধ্যেও গ্রামে গ্রামে গিয়ে অভয়া ক্লিনিক খুলে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা করছেন সাধারণ মানুষকে। মঙ্গলবার এমনই অভয়া ক্লিনিকের ছবি নজরে এল মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিন সকাল থেকে ওই বিদ্যালয়কে কার্যত হাসপাতাল বানিয়ে বিভিন্ন বিভাগ খুলে জুনিয়র ডাক্তাররা সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে

এরপর ৩ পাতায়

জামিন পেলেন অনুব্রত কন্যা সুকন্যা

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল জামিন পেলেন। আর্থিক তছরূপ মামলায় আজ, মঙ্গলবার শর্তসাপেক্ষে তাঁকে জামিন দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ইডির দায়ের করা মামলায় জামিন পেলেন সুকন্যা। ওই একই মামলায় এখন জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডল। তবে কেষ্ট সিবিআইয়ের একটি মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন অনুব্রতুকন্যা সুকন্যা। দিল্লিতে তাঁকে দীর্ঘ জেরার পর গ্রেফতার করা হয়। ওই একই মামলায় ঠিক সাড়ে আট মাস আগে গ্রেফতার হন সুকন্যার বাবা অনুব্রত মণ্ডল।

গ্রেফতার হওয়ার পর বেশ কয়েকবার জামিনের আবেদন করেছিলেন সুকন্যা। কিন্তু তা মেলেনি। এবার গ্রেফতারের ১৫ মাস পর অবশেষে সুকন্যা মণ্ডলের জামিনের আবেদন মেনে নিল দিল্লি হাই কোর্ট। সূত্রের খবর, বুধবার জেল থেকে বেরোতে পারেন অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে। বাবার মতো তিনিও তিহার জেলে বন্দি আছেন। আবার ২০২২ সালের অগস্ট মাসে অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই সুকন্যাকে দিল্লিতে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তদন্তকারী অফিসারদের দাবি, বিপুল সম্পত্তি সম্পর্কে অনুব্রতুকন্যার কাছে তথ্য আছে। আর সুকন্যা সিবিআইকে জানান, সম্পত্তি নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর বাবা ও হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিই দিতে পারবেন। তখন অনুব্রত এবং সুকন্যাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়।

সন্দীপের জেল হেফাজত শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন

জুনিয়র চিকিৎসকরা, সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সিবিআই তদন্তভার গ্রহণের পর ২৯ দিন পার! আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রী ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সঞ্জয় রায় ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে এখনও হেফাজতে নিতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকী দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ চারজনকে এদিন আলিপুর আদালতে হাজির করানো হলেও সিবিআইয়ের তরফে হেফাজতে চাওয়া হয়নি। এগুলি হল: এক, ধর্ষণ-খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোরশাস্তির ব্যবস্থা, অপরাধের উদ্দেশ্য সামনে আনা। দুই, তথ্যপ্রমাণ লোপাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িতদের চিহ্নিত করা। তিন, কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলের ইস্তফা। চার, হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং পাঁচ, রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভয়মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করা। এদিন তার সঙ্গে স্বাস্থ্য কর্তাদের পদত্যাগের দাবিও জুড়েছেন আন্দোলনকারীরা। বিষয়টি শোনা মাত্র স্বাস্থ্যভবনের সামনে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন আন্দোলনকারীরা। মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য গতকাল অর্থাৎ সোমবার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট। তারপরই একাধিক দাবিতে স্বাস্থ্যভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। এদিন স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুললেন তাঁরা। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কথায়, "হাসপাতালে কোনও রোগী ভর্তি হলে আমরা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি রোগীর বাড়ির লোককেও প্রতি মুহূর্তে ঘটনার আপডেট দিয়ে থাকি। এক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে কিছু জানায়নি। তাহলে কোন ভরসায় বিচার না পেয়ে আমরা আন্দোলন থেকে সরে যাব?"এর আগে গত ৬ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানির দিন নির্ধারিত সময়ে এজলাসে পৌঁছননি সিবিআইয়ের আইনজীবী। যা দেখে ক্ষুব্ধ বিচারক এও বলেছিলেন, 'জামিন দিয়ে দেব?' এদিন সন্দীপ-সহ ধৃত চারজনকে সিবিআই হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়নি, বিষয়টি জানতে পারার পর তাঁদের বক্তব্য, "আইনের প্রতি আস্থা রেখেই বলছি, এক একটা দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ তদন্তের হাল দেখে তো মনে হচ্ছে, আর পাঁচটা ঘটনার মতো এক্ষেত্রেও সেই দীর্ঘসূত্রিতার

এরপর ৩ পাতায়

বিশ্ব জুড়ে আর জি কর কান্ডের বিচার চাই

প্রতিবাদের সঙ্গে সামিল দার্জিলিঙে পথে পথে স্বপন দত্ত বাউল

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : উত্তর বঙ্গ দার্জিলিঙে গিয়ে আর জি কর কান্ডের খুনিদের শীঘ্র গ্রেফতার ,বিচার ও ফাঁসির শাস্তির দাবি তুলে বাউল গানে প্রতিবাদ করেন পূর্ব বর্ধমানের নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনে প্রসংশিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল। গত ৮ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ হয়ে গেলো আর জি কর কান্ডের , আর জি কর হাসপাতালের লেডি ডাক্তার কে নৃশংস খুনের বিচার চাই।" উই ওয়ান্ট জাস্টিস " প্রতিবাদে সারা বিশ্ব জুড়ে মুখর । বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের সঙ্গে সামিল হলো দার্জিলিঙে হাজির হয়ে দার্জিলিঙের পথে পথে পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। টয় টেনের দার্জিলিং স্টেশনের সামনেই ব্যাস্ত রাস্তায় তিলোত্তমা খুনের বিরুদ্ধে বাউল গানে প্রতিবাদ করে দোষীদের খুব শীঘ্র গ্রেফতার বিচার ও শাস্তির দাবি তুলে এর মানুষের কাছে ভালো বাসা পেলেন। বাউল গানে বলেন কবে হবে গ্রেফতার কবে হবে বিচার আর জি কর কান্ডের দোষীদের শাস্তি কবে হবে রে। তিলোত্তমার খুনিদের গ্রেফতার করে বিচারে কঠিন শাস্তি দিতে হবে রে ।তিলোত্তমার খুনিদের শাস্তি না হলে আমাদের প্রতিবাদ থামবে না রে।। স্বপন দত্ত বাউল গানে ও বক্তব্যে বলেন আমাদের দেশের নারীরা সুরক্ষিত নয় ও তাদের নিরাপত্তা নেই। তার কারণ রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যেকদিনই নারী নির্যাতন, নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ঘটেই চলেছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে বিচার আইন আদালতের কাছে দাবি তোলেন নারীদের সুরক্ষা নিরাপত্তা দিতে হবে আর তিলোত্তমার খুনিদের খুব শীঘ্র গ্রেফতার করে কঠিন শাস্তি ফাঁসি দিতে হবে। বিশ্ব জুড়ে বিচার চাই প্রতিবাদের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলের তিলোত্তমার নৃশংস খুনের প্রতিবাদ ও দোষীদের বিচার চাই দাবি দেখে দার্জিলিংয়ের মানুষ প্রশংসা করলেন।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের লেখা

সপ্তম বই মাতৃ শক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পেলে

শিয়ালদহ,মঙ্গলবার: নিউজ সারাদিন : এদিন সকালে কলেজ স্ট্রিট , কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে ফাটাকেষ্ট পাড়ায় অশোক পাবলিশিং হাউসের অফিস থেকে মাতৃ শক্তি বই এর সপ্তম বই প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তিনি পেশায় একজন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। মা ' শব্দে মন শুদ্ধ হয়। মা হল মাতৃ শক্তি। মা - নারী তিনি প্রকৃতি, তিনি মেয়ে এবং তিনি মা। মাতৃ শক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস মাতৃশক্তি আরাধনা। শিউলি ফুলের সুবাস ঢাকে কাঠি কাশ ফুলের দোল শারদীয়ার আগমনী। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইয়ের প্রথম প্রকাশ। এদিন বইটি উন্মোচন করলেন রামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ মিশনের চেয়ারপারসন স্বামী সর্বাসুখানন্দ মহারাজ, এছাড়া ছিলেন প্রকাশনীর প্রকাশক সৌমিত্র হাজরা, লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও ইন্দরা সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা ডঃ সু শর্মা এছাড়াও অন্যান্যরা।

বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেন বিজেএমসি নেতারা

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : সম্পাদক বিনোদ শ্রীধর তাওড়ের সাথে দেখা করেছেন। বিজেএমসির জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু বলেন, বিজেএমসির সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আমাদের নেতার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এই সময়, বিজেএমসি চেয়ারম্যান বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরী, পাঞ্জাব বিজেএমসি সভাপতি আংরেজ সিং, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ডঃ এইচএস খেদা এবং দিল্লি বিজেএমসি সহ-সভাপতি গোপাল সরকার উপস্থিত ছিলেন।

বিজেএমসি নেতারা আজ বিজেপির জাতীয় সাধারণ

গভীর নিম্নচাপের ফলে রাজ্যের ১১টি জেলায়

হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আরো শক্তি বাড়িয়ে ফেলেছে নিম্নচাপ। আর তারই জেরেই বুধবার থেকে বৃষ্টির দাপট আরো বাড়বে বলে জানা গেছে।

উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আগেই সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে এই নিম্নচাপের ফলে সমুদ্র উত্তল থাকবে। তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস বাড়বে তার সঙ্গে ঘন্টায় পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে। ধীরে ধীরে উড়িষ্যার দিকে এগোচ্ছে নিম্নচাপটি। রাজ্যের ১১ টি জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে এও জানা গেছে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারিপির শ্রীপুর আভাস রয়েছে। বীরভূম, বাঁকুড়া দুই বর্ধমান ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি হবে বলে জানা গেছে।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে

সন্দীপ ঘোষ সহ চারজনকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠায় আলিপুর আদালত

বেবি চক্রবর্তী, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আরজিকর মেডিকেল কলেজের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ সহ যে চারজনকে সিবিআই গ্রেফতার করেছিল আগামী ২৩ তারিখ পর্যন্ত তাঁদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠালো আদালত। তাঁদের আপাতত প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রাখা হবে। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সন্দীপ ঘোষ, সুমন হাজরা, আফসার আলী এবং বিপ্লব সিং এর মঙ্গলবার হেফাজত শেষ হবার পর তাদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী এদিনও তাঁর জামিন চাননি। আবার সিবিআইয়ের আইনজীবীরাও তাঁদের হেফাজতে নেওয়ার দাবি জানাননি। সিবিআইয়ের আইনজীবীদের যুক্তি কিছু তথ্য প্রমাণের জন্য ডিজিটাল ক্লোনিং করা হবে। আরো কিছু তথ্য প্রমাণ পেলে তাঁকে আবার হেফাজতে নেওয়া হবে। কিন্তু আদালত জানিয়েছে তখন সিবিআই এর হেফাজত দেওয়া হবে কিনা সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

এবার মোদি রাজ্য গুজরাটে গণধর্ষণ, আটক ৪

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় বিচার চেয়ে আন্দোলনে ফুঁসছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। সেই ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটে। বরোদার একটি জঙ্গল থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বেশ কয়েক দিন ধরেই নিখোঁজ ছিলেন ওই মহিলা।

সোমবার রাতে বরোদায় একটি জঙ্গলে তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তার পরই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, নারীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।

পুলিশ ইতোমধ্যেই এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করেছে। তারা সকলেই নারীর গ্রাম এবং আশাপাশের এলাকার। তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, ওই নারীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তার দেওর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ওই নারীকে বিয়ের জন্যও চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু নারী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পুলিশের অনুমান, সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সঙ্গীদের নিয়ে ভিক্টিমের ওপর হামলা চালান দেওর।

তদন্তে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, হামলার হাত থেকে বাঁচতে ওই নারী পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে ধাওয়া করেন দেওর ও তাঁর সঙ্গীরা। বরোদার কাছে একটি জঙ্গলে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। চার সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

কর্মস্থল এবং সর্বসাধারণের ব্যবহৃত এলাকায় নারীদের সুরক্ষা নিয়ে এনএইচআর সি-র উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্রে একগুচ্ছ পরামর্শ

নতুন দিল্লি ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কর্মস্থল এবং সর্বসাধারণের ব্যবহৃত এলাকায় নারীদের সুরক্ষা নিয়ে নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া হ্যাবিটেট সেন্টারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্র আজ শেষ হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে এই আলোচনা চক্রে একগুচ্ছ পরামর্শ এসেছে। এনএইচআরসি-র কার্যনির্বাহী চেয়ার পার্সন শ্রীমতী বিজয়া ভারতী সায়নী বলেন, দেশে নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বহু আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও কর্মস্থলে এবং প্রকাশ্য স্থানে তাঁরা নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছেন, যেগুলির মোকাবিলায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন।

তিনি বলেন, মহিলাদের ওপর যৌন নিপীড়ন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এর মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। তিনি বর্তমানে যে সব আইন চালু রয়েছে, সেগুলির কঠোর প্রয়োগের ওপর জোর দেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে এনএইচআরসি-র মহাসচিব শ্রী ভরত লাল মহিলাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজকের দুনিয়ায় নারীরা বেশি সংখ্যায় কাজে যোগ দিচ্ছেন এবং তাঁদের ওপর বেশ কিছু অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের পক্ষে মত দেন তিনি। এনএইচআরসি-র

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

প্রতিবাদে অনড় রয়েছেন রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা

চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও তুলে দেন। তাই অভয়া ক্লিনিকের চিকিৎসা পরিসেবা নিতে গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় মথুরাপুর ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।এদিন মথুরাপুর ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষ থেকে অভয়া ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। অভয়া ক্লিনিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। তারা চিকিৎসা পরিসেবা প্রদানের পাশাপাশি আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদী বিভিন্ন ফেস্টুন ব্যানার লাগিয়ে, প্রেসক্রিপশনে আর জি করের বিচার চাই, অপরাধ চক্রের বিনাশ চাই স্লোগান তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়ার, পাশে থাকার আহ্বান জানান প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তাররা।

১-ম পাতার পর

সন্দীপের জেল হেফাজত শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন জুনিয়র চিকিৎসকরা, সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন

পথে হাঁটা হচ্ছে।"

যদিও সিবিআই সূত্রের দাবি, তদন্তের প্রয়োজনে পরে ফের অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়া হবে।

বিচারের দাবিতে তবে কি এবার নিজাম প্যালেসও ঘেরাও করবেন আন্দোলনকারীরা? এ ব্যাপারে এখনই নিজেদের মত স্পষ্ট করতে চাননি আন্দোলনকারীরা। আপাতত, নিজেদের পাঁচ দফা দাবিতে তাঁরা স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থানে বসেছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই আন্দোলনকারীরা রাজ্যের কোর্টে বল ঠেলে পাঁচটি দাবির কথা জানিয়েছিল।

বিটি রোডের ধারে কোথায় আরজি করের নির্যাতিতার ঠিকানা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মেয়েটি ফুসফুস রোগ বিশেষজ্ঞ হতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে অগস্টের সেই রাতে! আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ধর্ষিত এবং খুন হওয়া চিকিৎসক পড়ুয়ার বিচার চেয়ে এখন পথে নেমেছে সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদ চলছে রাজ্য থেকে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। প্রতিবাদীদের মুখে ওই চিকিৎসক পড়ুয়ার এখন নানা নাম।এ সব ক্ষেত্রে গুগ্‌ল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় 'গাইড'দের মতামত নেন। শৌনক কি মত দেবেন? তাঁর কথায়, "ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনও অসুবিধা নেই। তবে যে নামে বেশি পরিচিতি সেটাই করা উচিত। ওই নামে মানুষ চেনেন কি না সেটাই প্রাথমিক ভাবে দেখা হয়। পুরসভা কোনও আলাদা নাম দিয়েছে কি না সেটাও দেখে নিতে হবে। পুরসভা যদি এটা মেনে নেয় তবে স্থায়ী হয়ে যাবে।"

একই সঙ্গে শৌনক জানান, এখন বাংলাদেশে অনেক রাস্তার নামবদল চলছে। অনেক মানুষের ভোটের মাধ্যমেই গুগ্‌ল সেটা করছে। শৌনক বলেন, "এখানেও যদি সেটা হয়, তবে আমাকেও অ্যাপ্রুভ করতে হবে।"এ বার তাঁর বাড়ির কাছের পরিচিত মোড়টার নামই হয়ে গেল 'তিলোত্তমা মোড়'। কলকাতার দিক থেকে বিটি রোড ধরে যে মোড়ে পৌঁছে ডান দিকে কিছুটা এগোলেই নির্যাতিতার বাড়ি, সেই মোড়ের নামই এখন 'তিলোত্তমা মোড়'। কে বা কারা ওই মোড়ের মাথায় 'তিলোত্তমা মোড়' লেখা ব্যানার ঝুলিয়ে রেখেছে তা জানা নেই। তবে গুগ্‌ল ম্যাপ ওই একই নামেই চেনাচ্ছে বিটি রোডের উপর পরিচিত মোড়াটাকে।

গুগ্‌ল ম্যাপ খুলে 'তিলোত্তমা মোড়' লিখলেই লোকেশনে দেখাচ্ছে বিটি রোডের উপরের সেই জায়গা। যেখান থেকে অদূরেই নির্যাতিতার বাড়ি। আবার গুগ্‌ল শুধু 'নির্যাতিতার বাড়ি' লিখে সার্চ দিলেও অনেক কিছুর সঙ্গে আসছে গুগ্‌ল ম্যাপের বিকল্পও। সেখানে বিটি রোডের উপরের সেই ট্রাফিক মোড়ের ছবি আসছে। তার পাশে লেখা 'ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্ক'।গুগ্‌ল ম্যাপে যে কোনও জায়গার নামই বদলে দেওয়া যায়। তবে সেটা সব সময়ে স্থায়ী হয় না। কী ভাবে স্থায়ী করা যায় তার নিয়মও রয়েছে বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত গুগ্‌ল লোকাল গাইড শৌনক দাস। বিষয়টি তাঁর নজরে পড়েনি জানিয়ে শৌনক বলেন, "যে কেউ করতে পারেন এটা। পছন্দের নাম দেওয়ার জন্য 'অ্যাড নিউ প্লেস' অপশনে গিয়ে এটা করা যায়। তবে কোনও দোকানের নাম করাটা যতটা সহজ ততটা কোনও এলাকার নামের ক্ষেত্রে নয়।" প্রত্যন্ত এলাকার ক্ষেত্রে গুগ্‌ল সাধারণ ভাবে খুব বেশি কড়াকড়ি না-করলেও শহরাঞ্চলে সেটা সঠিক কি না তা বিবেচনা করা হয় বলেই শৌনকের দাবি। অতীতে যাঁর নামে কোনও রিপোর্ট গুগ্‌লের কাছে জমা পড়েনি, তাঁরা এই ধরনের বদল আনার ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পান।

এ ক্ষেত্রে কী হয়ে থাকতে পারে? শৌনক বলছেন, "কেউ নামবদল করলে বা নতুন নাম দিলে গুগ্‌ল তা ভেরিফিকেশন করে। এই কাজটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমেই হয়ে থাকে। দু'-তিন বার ভেরিফিকেশন করার পরে ম্যাপে বদল এসে যায়।" তবে গুগ্‌ল সাধারণ ভাবে পুরসভার ম্যাপ অনুযায়ী প্রাথমিক ভাবে এলাকার নাম দেখায়। বদলের ক্ষেত্রে এআই-এর মাধ্যমে ভোটও হয়। শৌনক বলেন, "অনেকে ব্যবহার করলে এবং সম্মতি দিলে এটা হতেই পারে। গুগ্‌ল নিশ্চিত ভাবেই বিষয়টির কথা অনেককে পাঠিয়ে আপত্তি রয়েছে কি না সেটা যাচাই করেছে।" এর পরেও এটা স্থায়ী হয়ে যাবে এমনটা অবশ্য বলা যায় না। পরবর্তী সময়ে মানুষ কতটা ব্যবহার করছে সেটা দেখেই সিদ্ধান্ত নেয় গুগ্‌ল। শৌনকের দাবি তেমনটাই।

অশান্ত মনিপুরের তিন জেলায় ফের কার্ফু, কড়া নিরাপত্তায় ঢাকা হয়েছে সমগ্র রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবার কার্ফু জারি হল মনিপুরে। কয়েক দিন ধরে অশান্ত উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য। এই অবস্থায় মনিপুরের যে তিনটি জেলায় কার্ফু জারি করা হয়েছে সেগুলো হলো ইম্ফল ইস্ট, ইম্ফল ওয়েস্ট এবং থৌবাল।

জাতিগত হিংসায় গত এক বছর ধরে উত্তপ্ত ছিল মনিপুর। মনিপুরের এই তিন জেলাকে একেবারে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। যেকোনো জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দফায় দফায় সংঘাতের ফলে শতাধিকেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ এখনো পর্যন্ত গৃহহীন হয়ে রয়েছে।

যদিও পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছিল। কয়েক মাস আগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় কার্ফু তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু মনিপুরে সেই আতঙ্ক আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। নতুন করে হামলা একের পর এক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে অন্তত সাতজনের। দাবি করা হয়েছে এই হামলার সঙ্গে কুকী জঙ্গিরা জড়িত আছে। সেই জন্য এই তিন জেলায় কার্ফু জারি করা হয়েছে। এর আগে ইম্ফল ইস্ট এবং ওয়েস্টে কিছু কার্ফু শিথিলের কথা বলা হলেও সে নির্দেশিকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন যেভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে তাতে কার্ফু আরো আঁটোসাটো করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা এজেন্সিগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে।

সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নজরদারি আরো বাড়ানো হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেট বসানো হয়েছে। মণিপুরে অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম বসানো হয়েছে। আর তা রুখতেই সেনাবাহিনীর তরফে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ১১ সেপ্টেম্বর সেমিকন ইন্ডিয়া, ২০২৪-এর উদ্বোধন করবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় এক্সপো মার্ট-এ ১১ সেপ্টেম্বর সেমিকন ইন্ডিয়া, ২০২৪-এর উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে ভাষণও দেবেন তিনি। সেমি-কন্ডাক্টরের নকশা, উৎপাদন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রশ্নে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম কেন্দ্র করে তোলা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন। সেই অনুযায়ী, ১১-১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৪-এর মূল ভাবনা রাখা হয়েছে -'সেমি-কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের নির্মাণ (শেপিং দ্য সেমি-কন্ডাক্টর ফিউচার)'।

তিনদিনের এই সম্মেলনে সেমি-কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম কেন্দ্র করে তুলতে সরকারের কৌশলগত অবস্থান এবং নীতির বিষয়গুলি তুলে ধরা হবে। আলোচনায় অংশ নেবেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথিতযশা সেমি-কন্ডাক্টর বিশেষজ্ঞ এবং নেতৃস্থানীয়রা। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও যোগ দেবেন এই সম্মেলনে। ২৫০-এরও বেশি সংস্থা সেমি-কন্ডাক্টর ক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্য তুলে ধরবে। ভাষণ দেবেন ১৫০ জন প্রতিনিধি।

রাশিয়া ইউক্রেন দ্বন্দ্বের মধ্যেও ভারত তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : রাশিয়া ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছে। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার প্রায়শই কর্মসংস্থান এবং মুদ্রাস্ফীতির অপ্রতুলতা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ কয়েক হাজার মাইল দূরে হলেও শক্তি সম্পর্কিত বাজারে বিশ্বব্যাপী সরবরাহে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। যা ভারতের আমদানি এবং মুদ্রাস্ফীতিতে সরাসরি আঘাত হেনেছে।

অনেক বাধা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে ভারত অর্থনৈতিক বাধাগুলিকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। শুধু মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নয় তৎপরতার মধ্য দিয়ে অপরিশোধিত তেলের দামকেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছে।

রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হতেই তেল, গ্যাস, আটা এবং সারের বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। রাশিয়া হল বিশ্বের অন্যতম বড় তেল উৎপাদনকারী দেশ। তবে পশ্চিমী দেশগুলি যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়ার উপর নানা রকম বিধি-নিষেধ চাপায়। ফলে সারা বিশ্বজুড়ে তেলের যোগানের টান পড়ে। এদিকে যুদ্ধ শুরুর পরে বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ হওয়ার জন্য, শক্তি আমদানিতে ইউরোপের দেশগুলি বড় বিপত্তির মুখে পড়ে। তারফলে শক্তি এবং তেলের চাহিদা দুটোই বেড়ে যায়। ভারত অপরিশোধিত তেলের আশি শতাংশ আমদানি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যুদ্ধের মধ্যেও সেই বাধা অতিতক্রম করে ভারত এগিয়ে গেছে।

এদিকে ভারত যেমন রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করে দেশের মানুষের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেমনি পশ্চিমী দেশের সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সেই জন্যই বিশ্বজুড়ে তেলের দাম অনেক হলেও ভারতে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের ভয়াবহ দিক হলো ভারতে অপরিশোধিত তেলের দাম অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। ভারত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমদানি করা তেলের উপর নির্ভর করে ফলে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এর মারাত্মক প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তবে ভারতের একটি কূটনৈতিক চালে গোটা বিষয়টাই অনেক সহজ হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৪৯ সংখ্যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবার ২৫ ভাদ্র, ১৪৩১

৩ পাতার পর

কর্মস্থল এবং সর্বসাধারণের ব্যবহৃত এলাকায় নারীদের সুরক্ষা নিয়ে এনএইচআর সি-র উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্রে একগুচ্ছ পরামর্শ

মহা নির্দেশক শ্রী অজয় ভাটনগর নারী ও পুরুষের সমান ক্ষমতার ওপর জোর দেন। সেই সঙ্গে এই ধরনের ঘটনার মোকাবিলায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন তিনি। সমাজে মহিলাদের সুরক্ষায় পুরুষ বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা পালনের পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। বিভিন্ন মন্ত্রক, জাতীয় কমিশনসমূহ এবং পুলিশের প্রতিনিধিরা কর্মস্থলে এবং অন্যত্র মহিলাদের সুরক্ষায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে, নির্ভয়া তহবিল, মিশন শক্তি, সেফ সিটি প্রকল্প, নজরদারি ক্যামেরা, স্কুল-কলেজে সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রভৃতি।

এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব শ্রীমতী মীনাক্ষী নেগি, এনসিসিআর-এর সদস্য সচিব শ্রী রূপালি ব্যানার্জি সিং, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী প্রীতম যশবন্ত, দিল্লি পুলিশের স্পেশাল কমিশনার (প্রশিক্ষণ) শ্রীমতী ছায়া শর্মা, দিল্লি মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার (এইচআর) শ্রীমতী জয়শ্রী শর্মা, দিল্লির জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রীতু গুপ্ত প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

ফরেন্সিক রিপোর্টে ধোঁয়াশার মাঝেই আরজি কর মামলায় সিবিআই-এর কাছে নয়া 'লিড'

আরজি কর হাসপাতালে মৃত চিকিৎসক-পড়ুয়ার ময়নাতদন্ত আর ফরেন্সিক রিপোর্ট-ই আপাতত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর কাছে সবথেকে চ্যালেঞ্জের বিষয়! কিন্তু কেন? সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত, মৃতাকে যৌন নিগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ফরেন্সিক রিপোর্টে এই বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে, কোনও একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা।শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানতে চান, "মৃতদেহ কখন ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়? তার চালান কোথায়?"উত্তরে সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, তাঁদের কাছে যে ফাইল দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কোনও চালান নেই। তখন প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, " চালান ছাড়াই ময়নাতদন্ত হয়ে গেল?" বিচারপতি পাদরিওয়ালা-র মন্তব্য, " চালান যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে কিছু সমস্যা আছে।" যদিও কলকাতা পুলিশের তরফে বলা হয়, কোন-ও তথ্য-ই মিসিং নয়, সব তথ্য-ই আছে।

দেহ যখন ময়নাতদন্তের জন্য হস্তান্তর করা হয়, তখন চালানটি দেওয়া হয়। এই চালানটি প্রয়োজনীয় কারণ তাতে মৃতদেহের বিবরণ, পোশাক, তার সঙ্গে কী কী বস্তু রয়েছে, সবের বিবরণ থাকে। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখিত, মৃতদেহের পরণে ছিল গোলাপি টপ, অন্তর্বাস ছিল না।সোমবার ছিল সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়া ধর্ষণ ও খুনের মামলার দ্বিতীয় শুনানি। এদিন আদালতে সিবিআই জানায়, মামলায় নতুন মোড় পাওয়া গিয়েছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে সিবিআই প্রমাণ লোপাটের দিকেই ইঙ্গিত করছে। মৃতার পরিবারের তরফেও এক-ই অভিযোগ আনা হয়েছে। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, " সিবিআই-এর কাছে ফ্রেশ 'লিড' আছে। ওরা তদন্ত করে নয়া স্ট্যাটাস রিপোর্ট ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দিক।"

সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত, মৃতাকে যৌন নিগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু ফরেন্সিক রিপোর্টে এই বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে, কোনও একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, চিকিৎসকের দেহে যৌন হেনস্থার প্রমাণ মিলেছে। চিকিৎসককে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখিত, চিকিৎসকের যৌনাঙ্গে জোরপূর্বক কিছু প্রবেশ করানো হয়েছিল (রিপোর্টে লেখা পেনিট্রেশন/ইনসারশন)।নির্যাতিতার 'এন্ডোসার্ভিক্যাল ক্যানাল' থেকে 'সাদা ঘন চটচটে তরল' সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে সেই তরল কী, তার উল্লেখ নেই রিপোর্টে। এই তরলের সঙ্গে অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের ডিএনএ-র নমুনা মিলে গিয়েছে। সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, " বিষয়টি খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ। ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী, যখন নির্যাতিতার দেহ দেখতে পাওয়া যায়, তখন তা অর্ধনগ্ন অবস্থায় ছিল। দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন ছিল। পুলিশ সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এবং ফরেন্সিকের জন্য পাঠায়। অথচ রিপোর্ট-টা দেখুন! আমাদের দেখা উচিত ঘটনাস্থল থেকে কে নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন।" ফরেন্সিক পরীক্ষা হয় পশ্চিমবঙ্গের একটি ল্যাবরেটরিতে। সিবিআই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই সব নমুনা তারা দিল্লির এইমস এবং অন্যান্য সব কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে পাঠাবে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

একে একে চাঁদের ছয় সন্তান মারা যায়। বাণিজ্যের নৌকা ডুবে গেলে চাঁদ সব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়। তারপরও মনসার পূজাতে রাজী হয় না সে। অন্যদিকে চাঁদের বউ সনকা মনসার ভক্ত। মনসার বরে সে এক পুত্র জন্ম দেয়। নাম লখিন্দর। যদি চাঁদ মনসার পূজা না দেয় তবে লখিন্দর বাসর ঘরে সাপের কামড়ে মারা যাবে। এসব জেনেও চাঁদ লখিন্দরের সাথে উজানীনগরে বেহুলার বিয়ে ঠিক করে। চাঁদ সওদাগর অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে এমন বাসর ঘর তৈরি করেন যা সাপের পক্ষে ছিদ্র করা সম্ভব নয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

কুমারী পুজো করায় বাধা নেই। তন্ত্রের কথায়, কুমারী পুজোয় জাতিভেদ বিচার করা উচিত নয়। মানুষ নরকগামী হয় জাতিভেদ করলে।জাগতিক সমস্ত দুঃখ দারিদ্র ও শত্রুনাশ এবং শক্তিপ্রাপ্তির জন্য কুমারী পুজো সর্বোত্তম। কুমারী পুজোর ফলে অপ্রাপ্ত কামনাও পূরণ করেন দেবতারা। আর্থিক অবস্থা অনুসারে এক বা একাধিক কুমারী পুজো করা যায়। তবে এক কন্যা পুজোয় যে ফল, একাধিক কুমারী পুজোয় ফলের কোনও তারতম্য নেই।তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে, কুমারী পুজো করলে স্বয়ং ভগবতী প্রসন্ন হন। যেখানে কুমারী পুজো হয়, সেখানেই ভগবতীর নিবাস। কুমারীকে ভোজন করালে দেবী কুমারীরূপে অবতীর্ণ ও আনন্দিত হন। সেইজন্য কুমারী কন্যাকে মান্য করা হয় ভগবতীরূপে। যে কন্যারূপী দেবীকে পুজোর শেষে নৈবেদ্য ও ভোজনে তৃপ্ত করে, সে ত্রিলোক তৃপ্ত করে।কুমারী পুজোর সময় বয়সানুসারে কুমারীর নামকরণের নানারীতি প্রচলিত আছে। যেমন, এক বছরের কন্যা সন্ধ্যা, দু-বছরের সরস্বতী, তিন বছরে বর্ষা বা ত্রিধামূর্তি, চার বছরে কালিকা, পাঁচ বছরে সুভগা, ছ-বছরে উমা, সাত বছরে মালিনী, আট বছরে কুঞ্জিকা মতান্তরে কুবিজবন, ন-বছরে কালসন্দর্ভা মতান্তরে কালসন্ধ্যা, দশ বছরে অপরাজিতা, এগারো-বছরে রুদ্রাণী, বারো বছরে ভৈরবী, তেরো বছরে মহালক্ষ্মী, চোদ্দবছরে পাঠ-নায়িকা, পনেরোয় ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোলো বছরে কুমারী অভিহিত হয় অম্বিকা নামে। ঋতুমতী না হওয়া পর্যন্ত এই নামে পূজিত হবে কুমারী কন্যা।

কুমারী পুজো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। দুর্গার রূপ ধরে নিয়েই পুজো করা হয় কুমারীকে। কুমারীকে স্নান করিয়ে পরানো হয় নতুন বস্ত্র, নানা আভরণ। সাজানো হয় ফুলের মালা ও মুকুট দিয়ে। পায়ে আলতা পরিয়ে কপালে দেয়া হয় কুমকুমের টিপ। কুমারীকে রাখা হয় অভুক্ত অবস্থায়। আসনে এমনভাবে বসানো হয় যাতে তার কোনও কষ্ট না হয়ে আনন্দলাভ করে। এবার অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সামনে বসিয়ে কুমারীকে পুজো করা হয় দেবীজ্ঞানে। এ পুজো হয় নিজ অধিকার ও সামর্থ্য অনুসারে বিধি ও রীতি মেনে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমার ক্ষেত্রে মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন,

ক্যান্সারের ওষুধে কর-এর হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা, পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বাণিজ্য সংস্থা-ক্রেতা ই-ইনভয়েসিং

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লিতে আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের পৌরোহিত্যে জিএসটি পরিষদের ৫৪তম বৈঠক বসে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী শ্রী পঙ্কজ চৌধুরি, বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ দপ্তরের আধিকারিকরা। পণ্য ও পরিষেবা কর-এর হারে কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছে জিএসটি পর্ষদ। এর পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের সুবিধা এবং বাণিজ্যের কাজকর্ম সহজ করে তুলতে বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে আসা যাক পণ্যের ক্ষেত্রে। ভাজা কিংবা প্রক্রিয়াজাত স্ন্যাক্স-এর ক্ষেত্রে কর-এর হার ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হবে। ভাজা নয়, এমন স্ন্যাক্স-এর ক্ষেত্রে কর-এর হার ৫ শতাংশই থাকবে। ক্যান্সারের ওষুধ Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib এবং Durvalumab-এর ক্ষেত্রে কর-এর হার ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হবে। নিবন্ধিত নন এমন কেউ, নিবন্ধিত ক্রেতাকে ধাতব ছাঁট বিক্রি করলে রিভার্স চার্জ মেকানিজম কার্যকর হবে। বাণিজ্য সংস্থাগুলির মধ্যে এই ধরনের লেনদেনে ২ শতাংশ টিডিএস বসবে। রেলের ছাদে বসানো বাতানুকুল যন্ত্রের ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ জিএসটি কার্যকর হবে। গাড়ি ও মোটর সাইকেলের সিটের ওপর কর-এর হার ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশ হবে।

এবার আসা যাক পরিষেবা ক্ষেত্রে। জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমা ক্ষেত্রে জিএসটি-র বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই গোষ্ঠীতে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ ১৩টি রাজ্যের প্রতিনিধি। এই মন্ত্রীগোষ্ঠী ২০২৪-এর অক্টোবরের শেষ নাগাদ রিপোর্ট পেশ করবে। সাধারণ যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার পরিষেবার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ জিএসটি, হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ জিএসটি বলবৎ থাকবে। ভারতের অসামরিক উড়ান কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সংস্থায় বিমানচালনা প্রশিক্ষণ পাঠক্রমকে জিএসটি-র আওতা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। সরকারি, সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার ক্ষেত্রে কর দিতে হবে না। পরীক্ষামূলকভাবে বাণিজ্য সংস্থা-ক্রেতা ই-ইনভয়েসিং চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে জিএসটি পরিষদ। ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির মধ্যে এ সংক্রান্ত উদ্যোগের সাফল্যের পর বর্তমান প্রস্তাব ক্রেতাদের সহায়ক হবে এবং পাশাপাশি পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা (পিএম-কেএমওয়াই)-এর সফল পাঁচ বছর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০১৯-এর ১২ সেপ্টেম্বর সূচনা হওয়া প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা (পিএম-কেএমওয়াই) সারা দেশের ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করছে।

এটি বৃদ্ধ বয়সের জন্য স্বেচ্ছামূলক এবং নিজভাগ অবসর ভাতা কর্মসূচি। এতে একজন যোগ্য ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীকে ৬০ বছর বয়সের পর মাসিক ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কর্মক্ষম থাকাকালীন কৃষককে মাসে মাসে একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে হয়, তার সমমূল্যের অর্থ প্রদান করে কেন্দ্রীয় সরকার।

১৮-৪০ বছর বয়সী কৃষকদের ৬০ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত মাসে ৫৫-২০০ টাকা দিতে হয়। ৬০ বছরে পৌঁছলে সেই কৃষকরা মাসে মাসে ৩ হাজার টাকা করে অবসর ভাতা পান। লাইফ ইনসুরেন্স কর্পোরেশন (এলআইসি) এই অবসর ভাতা তহবিলটির ব্যবস্থাপনায় আছে। সুবিধাপ্রাপকদের নথিভুক্তি হয় কমন সার্ভিস সেন্টার্স (সিএসসি) এবং রাজ্য সরকারের মাধ্যমে।

২ হেক্টর পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি আছে এবং ২০১৯-এর ১ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ল্যান্ড রেকর্ডে নথিভুক্ত এরকম সব কৃষক এই কর্মসূচির সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। ২০২৪-এর ৬ আগস্ট পর্যন্ত ২৩.৩৮ লক্ষ কৃষক এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন।

এই কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশি নথিভুক্তি হয়েছে বিহারে - ৩.৪ লক্ষ। ঝাড়খণ্ড আছে দ্বিতীয় স্থানে ২.৫ লক্ষের বেশি নথিভুক্তি নিয়ে। এরপরের স্থানগুলি দখল করেছে উত্তরপ্রদেশ ২.৫ লক্ষ, ছত্তিশগড় ২ লক্ষ এবং ওড়িশা ১.৫ লক্ষ।

মূল সুবিধাগুলি :

*এই কর্মসূচিতে প্রত্যেক গ্রাহকের ৬০ বছর হওয়ার পরে প্রতি মাসে ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা পাওয়া নিশ্চিত।

*কোনো গ্রাহক মারা গেলে তাঁর স্ত্রী ফ্যামিলি পেনশন হিসেবে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ, প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা পাবেন যদি না তিনি নিজেই এই কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপক হন।

*এই কর্মসূচিতে নিজভাগের অর্থ দিতে গ্রাহক 'পিএম কিষাণ সুবিধা' অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্য যোগ্য গ্রাহককে একটি এনরোলমেন্ট-কাম-অটো ডেবিট ম্যান্ডেট ফর্ম সই করে জমা দিতে হয়। এতে পিএম কিষাণ সুবিধা অ্যাকাউন্ট থেকে পেনশনের জন্য দেয় অর্থ সরাসরি ডেবিট হয়ে যাবে।

*কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি সহযোগিতা এবং কৃষককল্যাণ দপ্তরের সাহায্যে একই পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে থাকে।

*কৃষকের এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার সময়কালীন বয়সের ভিত্তিতে মাসিক দেয় অর্থের পরিমাণ ৫৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা হতে পারে।

রূপায়ণের পাঁচ বছর ধরে পিএম-কেএমওয়াই সারা ভারতের ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের উল্লেখযোগ্যভাবে সক্ষম করে তুলেছে। পিএম-কেএমওয়াই-এর অন্যতম সাফল্য কৃষকদের আর্থিক স্থিরতা প্রদানে তার ভূমিকায়। কৃষির মরশুমি খামখেয়ালিপনার জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং আয়ের কম-বেশি হওয়ার সমস্যার যাঁরা সম্মুখীন, সেইসব কৃষকের এতে সুবিধা হবে। গ্রামীণ জনগণের সামাজিক সুরক্ষার বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এই কর্মসূচিতে। দেশের 'অন্নদাতা'র জীবনের গুণমান বাড়াতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগকারী সচেতনতা বাড়াতে আইইপিএফএ-এর

বার্ষিক হাফ ম্যারাথন 'নিবেশক মশাল'-এর আয়োজন

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (আইইপিএফএ) ফলিত অর্থনীতি গবেষণা জাতীয় পরিষদ (এনসিএইআর) এবং পরদাদা পরদাদি এডুকেশনাল সোসাইটি পিপিইএস- এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশে অনুপশহরে পিপিইএস ক্যাম্পাসে গতকাল বার্ষিক হাফ ম্যারাথন অর্থাৎ 'নিবেশক মশাল'-এর আয়োজন করে। এর উদ্দেশ্য হল আর্থিক সাক্ষরতা ও বিনিয়োগে সচেতনতা বৃদ্ধি। ৪৫ টি বিদ্যালয় এবং স্থানীয় এলাকাবাসীসহ এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৪,৫০০-রও বেশি। এমসিএ-র যুগ্ম সচিব এবং আইইপিএফএ-র সিইও শ্রীমতি অনিতা শাহ একেলা পতাকা নেড়ে এই ম্যারাথন যাত্রার সূচনা করেন। আর্থিক সাক্ষরতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মঞ্চ গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য। হাফ ম্যারাথনে ১০ কিমি, ৫ কিমি সহ বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতা ছিল। উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে এবং দেশজুড়ে সচেতন আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়াই সংগঠনের অঙ্গীকার।

এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতা সহ বিনিয়োগকারী সচেতনতা এবং সুরক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে আর্থিক শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে সংগঠন একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করে পরদাদা পরদাদি এডুকেশন সোসাইটি ক্যাম্পাসে। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন এনসিএইআর-এর আইইপিএফ চেয়ার প্রফেসর ডঃ সি এস মহাপাত্র। ব্যাঙ্ক, নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষাক্ষেত্রের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এতে অংশ নেন।

দেশজুড়ে আর্থিক সাক্ষরতার উদ্যোগকে জোরদার করতে গ্রাম এবং আধা শহর এলাকায় আর্থিক শিক্ষার গুরুত্বকে তুলে ধরতে সম্মেলনে বিভিন্ন কৌশল প্রক্রিয়া নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। আলোচনায় উঠে আসে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে ওয়াকিবহাল মহল গড়ে তুলতে আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা।

আইইপিএফএ-র অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমাজের সমস্ত স্তরে আর্থিক সাক্ষরতা গড়ে তোলার এই উদ্যোগকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সিনেমার খবর

অভিনেত্রীদের যৌন হেনস্তার রিপোর্ট প্রকাশ, সামান্থার নতুন দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : যৌন হেনস্তার অভিযোগে বিদ্ধ গোটা মালায়লাম চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি। সিনেমা জগতে নবাগত কিংবা প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীদের শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্তার অন্ধকার-বাস্তবের কথা প্রকাশ্যে আসতেই ফের নতুন করে মি-টু আন্দোলন শুরু হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে হেমা কমিটির রিপোর্ট। যা নিয়ে তোলপাড় বিনোদন দুনিয়া।

এবার সরকারের কাছে দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভুর দাবি, তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কেও এমন রিপোর্ট প্রকাশিত হোক।

নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সামান্থা লিখেছেন, 'আমরা তেলুগু ছবির দুনিয়ার নারীরা হেমা কমিটির রিপোর্টকে স্বাগত জানাই। কেরলের ডাব্লিউ'র ক্রমান্বয় প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ, যা আন্দোলনের পথ তৈরি করেছে। আমরা তেলেঙ্গানা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে হওয়া যৌন হয়রানির বিষয়ে জমা দেওয়া সাব কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য। যা সরকার এবং শিল্প নীতিগুলোর কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। ফলে তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা যায়।'

প্রসঙ্গত, হেমা কমিটির ২৩৫ পাতার রিপোর্টে পরিষ্কার দাবি করা হয়েছে মালায়লাম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ন্ত্রণ করেন ১০ থেকে ১৫ জন পুরুষ প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা। ২০১৭ সালে এই কমিটি গঠিত হয়। ২০১৯ সালে জমা পড়ে রিপোর্ট। কিন্তু আইনি বাধা থাকায় এতদিন তা প্রকাশ্যে আনা সম্ভব হয়নি। এবার রিপোর্ট প্রকাশিত হতেই শোরগোল পড়ে গেছে।

থালাপাতি বিজয় পারিশ্রমিক নিয়েছেন ২৪৯ কোটি টাকা !

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তামিল সুপারস্টার থালাপাতি বিজয় ভক্তদের নতুন চমক হচ্ছে 'দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইম' বা 'দ্য গোট'। তামিল ভাষার এ সিনেমায় দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন থালাপাতি বিজয়। তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন স্নেহা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

বেশ কিছু দিন ধরে 'দ্য গোট' সিনেমার প্রচারের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন বিজয়। মুক্তির আগেই আলোচনায় রয়েছে সিনেমাটি। এতে অভিনয়ের জন্য মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক নিয়েছেন বলে গুঞ্জন উড়ছে। কিন্তু কত টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন বিজয়?

সিয়াসাত ডটকম জানিয়েছে, 'দ্য গোট' সিনেমার জন্য ১৭৫ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নিয়েছেন বিজয় (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৪৯ কোটি ৫৯ লাখ টাকার বেশি)।

সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রভু দেবা, মোহন, জয়রাম, যোগী বাবু, মীনাক্ষী চৌধুরী, লায়লা প্রমুখ। ৩০০-৪০০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমা প্রযোজনা করছেন কালাপাথি এস. আঘোরাম, কালাপাথি এস. গণেষ, কালাপাথি এস. সুরেশ।

থালাপাতি বিজয় অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'লিও'। গত বছরের ১৯ অক্টোবর বিশ্বের ৫ হাজার ৬০০ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এটি। মুক্তির প্রথম দিনে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি আয় করা তামিল সিনেমার তালিকায় শীর্ষে জায়গা করে নেয় এটি।

আরজি কর কাণ্ড: জনরোষের মুখে পালিয়ে গেলেন ঋতুপর্ণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের আরজি কর কাণ্ডের পর রাত দখল কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে গিয়েই প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাকে।

টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী গাড়ি থেকে নামতেই শোনা গেল 'গো ব্যাক...গো ব্যাক' স্লোগান। তারপরও তিনি প্রতিবাদে অংশ নো্য়ার চেষ্টা করেন। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দ্রুত অভিনেত্রীকে গাড়িতে তোলেন দেহরক্ষীরা। এদিন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্লোগানের জোর আরো বাড়তে থাকে কলকাতায়। ১৪ আগস্টের মতো শ্যামবাজারে এদিনও ছিল প্রচুর মানুষ। তাদের হাতে মোমবাতি, প্ল্যাকার্ড। হঠাৎ ঋতুপর্ণা এসেছেন শুনেই চিৎকার করে ওঠেন আন্দোলনকারীরা। কালো কাঁচের গাড়িতে গিয়ে তারা ধাক্কা মারতে থাকেন। এসময় সাংবাদিকদের ঋতুপর্ণা জানান, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এদিন আন্দোলনে যোগ দিতে এসেছেন তিনি। কিন্তু কেন এমন বিক্ষোভের মুখে পড়তে হলো, তা স্পষ্ট নয়।

এর আগে ১৪ অগস্ট যখন রাত দখল হয় তখন দেশে না থাকার কারণে সেখানে যোগ দিতে পারেননি অভিনেত্রী। তবে দুদিন পর প্রতীকী প্রতিবাদ জানাতে শঙ্খ বাজাতে গিয়ে চরম কটাক্ষের শিকার হন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সেই ঘটনার পর ৪ সেপ্টেম্বর যখন ফের রাত দখলের ডাক দেওয়া হয় আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে, তখন আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াতে এসেছিলেন 'অযোগ্য' অভিনেত্রী। কিন্তু তাকে সেখানে গ্রহণ করল না সাধারণ মানুষ। উল্টো জনরোষের মুখে পড়ে রীতিমতো পালিয়ে যান তিনি। তবে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যেতে চাইলেও নিস্তার পাননি। ঋতুপর্ণার গাড়িতে রীতিমতো ধাক্কা দেন আন্দোলনকারীরা। কিছুটা দূরে এগিয়ে গিয়ে অভিনেত্রীর গাড়ি একটু দাঁড়াতেই ফের গাড়িতে ধাক্কা মারতে দৌড়ান এক যুবক। এসময় তারা চিৎকার করে বলেন, 'ঋতুপর্ণা পালিয়ে গেছে।'

অনেক নারীও কাস্টিং কাউচের সঙ্গে যুক্ত -দেবলীনা দত্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সরব রয়েছেন টলিউড অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। এবার টলিউডের যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধেও সরব হলেন তিনি। কাস্টিং কাউচ বা শোবিজে কাজের সুযোগ দেওয়ার আশ্বাসে যৌন হয়রানির ব্যাপারে ভিন্নধর্মী কথা বললেন তিনি। তার দাবি, কাস্টিং কাউচের সঙ্গে শুধু পুরুষরা নন, নারীরাও যুক্ত। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের খবরে বলা হয়, কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দেবলীনা দত্ত। তিনি বলেন, 'আমি তো চিরকালই সরব এই ব্যাপারে। আমি তো যতবার এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, ততবার বলেছি, আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে হেনস্তার জায়গা রয়েছে। কাস্টিং কাউচ রয়েছে। আর আমি যদি কাস্টিং কাউচের কথা বলি, তাহলে ভাগাভাগির কথা বলব। দ্বিমতের কথা বলব। শুধু পুরুষরা নয়, বহু নারী আছে যারা কাস্টিং কাউচের অংশ।' টলিউডের এ অভিনেত্রী, 'এটা নিয়ে একটা বিতর্কের জায়গা তৈরি হতেই পারে। তবে হেনস্তার জায়গা তো রয়েইছে এখানে। যারা ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন কাজ করতে এসেছে, তাদের মানসিক দিক থেকে নির্যাতন করা হয়। এমন একটা মানসিক চাপ, পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় যে, সে বাধ্য হয় কাস্টিং কাউচের অংশ হতে। এটাও কিন্তু এক রকমের নির্যাতন। তবে শুধুই আমাদের ইন্ডাস্ট্রি নয়। সব ইন্ডাস্ট্রিতেই এমন হয়। এমনকি, পরিবারের মধ্যেই এমন বিকৃত মানসিকতার লোক রয়েছে।' হেমা কমিটির রিপোর্ট ঘিরে উত্তাল মালয়ালম চলচ্চিত্র জগত। এমন পরিস্থিতিই টলিউডে যৌন হেনস্তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন ঋতাভরী চক্রবর্তী। রূপাঞ্জনা মিত্র, অনীক দত্ত, পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়রাও তাকে সমর্থন করেছেন। এমন অবস্থায়, টলিউডে কাজের পরিবেশ ঠিক রাখা তথা টলিউডের অন্দরে ঘটে চলা নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে উইমেন'স ফোরাম ফর স্ক্রিন ওয়ার্কার্স।

স্ত্রী পরিবার ছেড়ে অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর বাসায় চলে গিয়েছিলেন উত্তম কুমার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সাধারণ এক পরিবার থেকে এসেও অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র থেকে তিনি পেয়েছিলেন 'মহানায়ক' খেতাব। ১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর প্রকৃত নাম অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। পিতা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় এবং মা চপলা দেবী। তিন ভাইবোনের মধ্যে উত্তম কুমার ছিলেন সবার বড়।

কলকাতার সাউথ সাবার্বান স্কুল থেকে এসএসসি পাস করে তিনি গোয়েঙ্কা কলেজে ভর্তি হন। কলকাতার পোর্টে চাকরি নিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও পড়াশোনা আর এগোয়নি। ১৯৪৮ সালে 'দৃষ্টিদান' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উত্তম কুমারের অভিনয়জীবন শুরু হয়েছিল। তবে তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র ছিল 'মায়াডোর'। 'বসু পরিবার' ছবিতে তিনি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরপর 'সাড়ে চুয়াত্তর' মুক্তি পেলে চলচ্চিত্র জগতে স্থায়ী আসন লাভ করেন। এই ছবিতে তিনি কালজয়ী নায়িকা সুচিত্রা সেনের বিপরীতে প্রথম অভিনয় করেন। 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর মাধ্যমে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সফল উত্তম-সুচিত্রা জুটির সূত্রপাত হয়েছিল।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ জুটি ব্যবসায়িকভাবে সফল এবং প্রশংসিত কয়েকটি চলচ্চিত্রে মুখ্য ভূমিকায় একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। উত্তম কুমার বেশ কয়েকটি হিন্দি চলচিচত্রেও অভিনয় করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে এই মহানায়ক ভালোবেসেছিলেন গৌরী দেবীকে। পরে ১৯৪৮ সালের ১ জুন তাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। তাদের একমাত্র সন্তান গৌতম চট্টোপাধ্যায় মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ক্যান্সারে মারা যান। টালিউডের অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমারের একমাত্র নাতি। ১৯৬৩ সালে উত্তম কুমার তাঁর স্ত্রী ও পরিবার ছেড়ে চলে যান অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবীর বাসায়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মহানায়ক দীর্ঘ ১৭ বছর তৎকালীন সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বসবাস করেন। উত্তম কুমার মারা যান ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই।

এদিকে সম্প্রতি হইচইয়ে মুক্তি পেয়েছে উত্তম কুমারকে নিয়ে নির্মিত সিনেমা 'অতি উত্তম'। চার বছরের গবেষণা, উত্তম কুমারের ৬২টি ছবি বারবার দেখে, প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে, ভিএফএক্স বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অগণিত বৈঠকের পর ছবিটি তৈরি করেছেন সৃজিত মুখার্জি। ছবিটিতে উত্তম কুমারের চরিত্রে তাঁকেই দেখা গেছে। ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে কৃষ্ণেন্দু ও সোহিনীকে ঘিরে। তাদের প্রেমের অনেকটাই জুড়ে আছেন উত্তম কুমার। কৃষ্ণেন্দুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত। রোশনি ভট্টাচার্যকে দেখা গেছে সোহিনীর চরিত্রে। উত্তম কুমারের নাতির চরিত্রে আছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায়।

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হচ্ছেন দ্রাবিড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতকে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। এর আগে তার অধীনে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলেছে ভারত। তাকে তাই হেড করতে আইপিএলের বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি মুখিয়ে ছিল। ওই দৌঁড়ে জিতেছে রাজস্থান রয়্যালস। আইপিএল দলটির হেড কোচের দায়িত্ব নিচ্ছেন সাবেক কিংবদন্তি এই ব্যাটার।

সংবাদ মাধ্যম ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে যে, রাজস্থানের সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি করেছেন দ্রাবিড়। আইপিএলের আগামী মেগা নিলামে কোন কোন খেলোয়াড় ধরে রাখা হবে এবং কাদের ছেড়ে দেওয়া হবে ওই আলোচনাও ক্লাবের সঙ্গে করেছেন। আইপিএলের দল রাজস্থানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের সম্পর্ক পুরনো। ২০১২-১৩ মৌসুমে দলটির অধিনায়ক ছিলেন তিনি। এরপর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পরিচালক ছিলেন। রাজস্থানে দ্রাবিড় সহকারী কোচ হিসেবে বিক্রম রাথোড়কে চাচ্ছেন বলেও জানা গেছে। রাজস্থানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন কুমার সাঙ্গাকারা। দ্রাবিড় কোচ হলেও নিজ পদে থাকবেন সাঙ্গাকারা। সঙ্গে রাজস্থানের মালিকানাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা লিগের পার্ল রয়্যালসের ও সিপিএলের বারবাডোজ রয়্যালসের দায়িত্ব নেবেন তিনি।

বাংলাদেশের কাছে হেরে ক্ষমা চাইলেন পাকিস্তান অধিনায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে পাকিস্তান ছিলো ফেভারিট, বাংলাদেশ তাদের মাঠে গিয়ে টেস্ট জিতবে এমন অনুমান করা লোকের সংখ্যাই ছিলো কম। সেখানে বাংলাদেশ রীতিমতো পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে দিয়েছে। এমন পারফরম্যান্সে সমর্থকদের রোষানলে পড়েছে পাকিস্তান দল, গণমাধ্যমেও ধেয়ে আসছে তীব্র সমালোচনা। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে তাদের পুরো জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ।

রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টেও বাংলাদেশের কাছে হারের পর চরম বিধ্বস্ত পাকিস্তান দলনায়ক সংবাদ সম্মেলনে এসেই পড়েন প্রশ্নের স্রোতে। শুরুতেই তিনি নিজের দায় কাঁধে নিয়ে ক্ষমা চান তিনি, 'আমি আগেও বলেছিলাম হারলে, ভুল হলে দায় নেব। জাতির কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। আগেও বলেছিলাম, এখনো বলছি। আমার লক্ষ্য হওয়া উচিত আরও কীভাবে ভাল করা যায়। যখন ভাল খেলব না স্পষ্ট করে সেটা বলব। এখন আমাদের ভালো কিছুর জন্য কাজ করা লাগবে।'

পাকিস্তানি আরেক সাংবাদিক প্রশ্নে বাংলাদেশকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'এই ধরণের প্রতিপক্ষের বিপক্ষে হার'। তার জবাবে শান বাংলাদেশকে দেন কৃতিত্ব, 'এই ধরণের প্রতিপক্ষ বলে ছোট করতে পারি না। সব প্রতিপক্ষকে সম্মান দিতে হবে। বাংলাদেশ দুই টেস্টেই আমাদের চেয়ে বেশি ডিসিপ্লিনড ছিলো। আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে, আমরা কত ভুল করেছি বুঝতে হবে।'

'টেস্ট ক্রিকেট খেলতে যেতে শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস দরকার সেটাতে আমাদের উন্নতি দরকার। ১০ মাস পর টেস্ট খেললে এমন হবে। লম্বা বিরতি দেয়া যাবে না।'

৯১ টেস্ট খেলা মুশফিকুর রহিম, ৬৯ টেস্ট খেলা সাকিব আল হাসানের মতন অভিজ্ঞদের অভাব ছিলো পাকিস্তানের। শানের উপলব্ধি অভিজ্ঞতাতেও মার খেয়েছেন তারা, 'ওদের দুইজন (সাকিব-মুশফিক) ক্রিকেটার ৭০-৮০টা টেস্ট খেলেছে। মেহেদী ও লিটনও ৪০টার বেশি খেলেছে। আমাদের লাল বলের বেলায় এমন অভিজ্ঞতা দরকার। আমাদের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের সংখ্যা বাড়াতে হবে।'

বর্ষসেরার দৌড়ে আর্জেন্টিনার দুই মার্তিনেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যালন দ'রের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল'। তালিকায় আছেন আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জয়ের দুই নায়ক- স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেস ও গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস।

বুধবার রাতে ব্যালন দ'র ২০২৪ এর ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। ২০০৩ সালের পর প্রথমবার ব্যালন দ'রের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নেই লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর নাম।

পুরস্কারটি রেকর্ড আটবার জিতেছেন মেসি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবার জিতেছেন রোনালদো। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই দুজনের বাইরে কেউ পুরস্কারটি জিততে পারেননি। গত বছর পুরস্কারটি ওঠে মেসির হাতে।

আর্জেন্টিনা দল থেকে এবার এই তালিকায় আছেন এমিলিয়ানো ও লাওতারো। জাতীয় দলে সফলতার পাশাপাশি ক্লাব ফুটবলেও দুজনে ছিলেন উজ্জ্বল। ইতালিয়ান সেরি আ জেতা ইন্টার মিলানের মূল কারিগর লাওতারো। টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ এই গোল স্কোরার জেতেন লিগের সেরা খেলোয়াড়ের খেতাবও।

এমিলিয়ানো তার দল অ্যাস্টন ভিলাকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে তিনে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

এছাড়া বর্ষসেরা কোচের লড়াইয়ে আছেন আর্জেন্টিনার লিওনেল স্কালোনি। যেখানে তার সঙ্গী রিয়াল মাদ্রিদের কার্লো আনচেলত্তি, বায়ার লেভারকুজেনের শাবি আলোন্সো, ম্যানচেস্টার সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা, আতালান্তার জান পিয়েরো গাসপেরিনি, আর্জেন্টিনার লিওনেল স্কালোনি ও স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে।

আগামী ২৮ অক্টোবর প্যারিসে জমকালো অনুষ্ঠানে অন্যান্য পুরস্কারের সঙ্গে বর্ষসেরা খেলোয়াড় ও কোচের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

ব্যালন দ'রের জন্য ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা: জুড বেলিংহ্যাম (রিয়াল মাদ্রিদ), রুবেন দিয়াস (ম্যানচেস্টার সিটি), ফিল ফোডেন (ম্যানচেস্টার সিটি), ফেদেরিকো ভালভের্দে (রিয়াল মাদ্রিদ), এমিলিয়ানো মার্তিনেস (অ্যাস্টন ভিলা), আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি), নিকো উইলিয়ামস (আথলেতিক বিলবাও), গ্রানিত জাকা (বায়ার লেভারকুজেন), আর্তেম দোভিক (জিরোনা/রোমা), টনি ক্রুস (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিউস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), দানি ওলমো (লাইপজিগ/বার্সেলোনা), ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ (বায়ার লেভারকুজেন), মার্টিন ওডেগোর (আর্সেনাল), মাটস হুমেলস (বরুশিয়া ডর্টমুন্ড), রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি), হ্যারি কেইন (বায়ার্ন মিউনিখ), ডেকলান রাইস (আর্সেনাল), ভিতিনিয়া (পিএসজি), কোল পালমার (ম্যানচেস্টার সিটি/চেলসি), দানি কারভাহাল (রিয়াল মাদ্রিদ), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা), বুকায়ো সাকা (আর্সেনাল), হাকান কালহানোগলু (ইন্টার মিলান), উইলিয়াম সালিবা (আর্সেনাল), কিলিয়ান এমবাপে (পিএসজি/রিয়াল মাদ্রিদ), লাউতারো মার্তিনেস (ইন্টার মিলান), অ্যাডেমোলা লুকম্যান (আতালান্তা), আন্টোনিও রুডিগার (রিয়াল মাদ্রিদ), আলেক্স গ্রিমালেদা (বায়ারলেভারকুজেন)।

এক বছরের মধ্যে চেলসি ছেড়ে সৌদি লিগে যোগ দিলেন এ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সান্তোস থেকে এক বছর আগে চেলসিতে যোগ দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান টিনএজার এ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল। কিন্তু বছর না ঘুড়তেই ২৫ মিলিয়ণ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে সৌদি পেশাদার ক্লাব আল নাসরেতে পাড়ি জমিয়েছেন ১৯ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। ১৭ মিলিয়ন ডলারে স্ট্যামফোর্ড ব্রীজে যোগ দেবার পর এক বছরে একটি ম্যাচও খেলেননি গ্যাব্রিয়েল। কারন এই সময়টা তিনি ধারে ফরাসি লিগ ওয়ানের ক্লাব স্ট্রার্সবার্গে খেলেছেন। এই ক্লাবটি চেলসির মার্কিন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন একটি ক্লাব।

১৯ বছর বয়সী গ্যাব্রিয়েল চেলসির এবারের প্রাক-মৌসুম যুক্তরাষ্ট্র সফরের দলে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সৌদি ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হবার একদিন পর গ্যাব্রিয়েলের দলবদলের ঘোষনা এসেছে। প্রিমিয়ার লিগ ও উয়েফা প্রতিযোগিতার আর্থিক আইন মেনেই চেলসি এই দলবদল করেছে। আরেক ব্রাজিলিয়ান টিনএজার ডেভিড ওয়াশিংটন গত বছর সান্তোস থেকে চেলসিতে যোগ দিয়েছিলেন। গ্যাব্রিয়েল যে সময়ে স্ট্যামফোর্ড এসেছিলেন অনেকটাই সেই সময়ই ওয়াশিংটনও এখানে আসেন। গ্যাব্রিয়েলের স্ট্রার্সবার্গের সাথে স্থায়ী চুক্তি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটি সূত্র জানিয়েছেন লন্ডনের ক্লাবটি প্রিমিয়ার লিগের আইনের সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়ায় শেষ মুহূর্তে সেই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। প্রিমিয়ার লিগ এক বিবৃবিতে বলেছে, 'ক্যারিয়ারের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য আমরা এ্যাঞ্জেলোর প্রতি শুভকামনা জানাচ্ছি। চেলসিতে সে যে সময় কাটিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

মাত্র ১৫ বছর ৩০৮ দিনে সান্তোসের জার্সি গায়ে সিনিয়র দলে মাঠে নেমে ব্রাজিলের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশীপে সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে খেলার রেকর্ড গড়েছিলেন এ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল।

প্রথমবার ব্যালন দ'রের লড়াইয়ে নেই মেসি-রোনালদোর কেউ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যালন দ'রের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ফরাসি সাময়িকী 'ফ্রান্স ফুটবল'। অথচ সেখানে নেই লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর নাম! ব্যাপারটা বর্তমান জেনারেশনের কাছে অবাক করার মতোই। গত ১৬ বছরের মধ্যে যে ১৩ বারই পুরস্কারটি গেছে এই দুজনের দখলে!

বর্ষসেরা ফুটবলারের এই পুরস্কার জয়ের লড়াইয়ে অনুমিতভাবে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিউস জুনিয়র, জুড বেলিংহ্যাম ও ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ড।

ব্যালন দ'র ২০২৪ এর ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। ২০০৩ সালের পর প্রথমবার ব্যালন দ'রের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নেই মেসি ও রোনালদোর কেউই।

পুরস্কারটি রেকর্ড আটবার জিতেছেন মেসি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাঁচবার জিতেছেন রোনালদো। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই দুজনের বাইরে কেউ পুরস্কারটি জিততে পারেননি। ২০১৮ সালে জেতেন রিয়াল মাদ্রিদের ক্রোয়াট মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ।

কোভিডের কারণে ২০২০ সালে পুরস্কারটি দেওয়া হয়নি। এর আগে-পরে দুই বছরে আবার জেতেন মেসি। ২০২২ সালে তা ওঠে তখন রিয়ালে থাকা ফরাসি স্ট্রাইকার করিম বেনজেমার হাতে। একই বছরে বিশ্বকাপ জিতে ২০২৩ সালে পুরস্কারটি অষ্টমবারের মতো জেতেন মেসি।

রোনালদো ও মেসি ইউরোপিয়ান ফুটবলের পাঠ চুকিয়েছেন আগেই। সউদী আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে গত মৌসুমে ৪৫ ম্যাচে ৪৪ গোল করেন ৩৯ বছর বয়সী রোনালদো। তবে গত জুন-জুলাইয়ে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইউরোয় পর্তুগালের পাঁচ ম্যাচে একবারও জালের দেখা পাননি আন্তর্জাতিক ফুটবলের রেকর্ড স্কোরার। কোয়ার্টার-ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয় ২০১৬ আসরের চ্যাম্পিয়নরা।

ইউরোর একই সময়ে আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকা জিতলেও, ব্যক্তিগতভাবে আসরে ভালো করতে পারেননি আর্জেন্টিনা অধিনায়ক মেসি। ফাইনালে অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়ে এখনও মাঠের বাইরে আছেন তিনি। ক্লাব ইন্টার মিলানের হয়ে তিনি খুব একটা খারাপ করেননি। তবে ব্যালন দ'রের লড়াইয়ে জায়গা পাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট হয়নি।

এবার পুরস্কারটি জয়ে সবচেয়ে এগিয়ে রাখা হচ্ছে ভিনিসিউসকে। গত মৌসুমে রিয়ালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে বড় অবদান রাখেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে দলের ২-০ ব্যবধানের জয়ে একটিসহ আসরে তিনি করেন ৬ গোল। নির্বাচিত হন আসরের সেরা খেলোয়াড়।

২০২৩-২৪ মৌসুমে লা লিগায় তিনি করেন ১৫ গোল। এছাড়া স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে করেন হ্যাটট্রিক।

গত মৌসুমে প্রথম দল হিসেবে ম্যানচেস্টার সিটির টানা চতুর্থ প্রিমিয়ার লিগ জয়ে বড় অবদান রাখেন হলান্ড। চোটের কারণে লিগের সব ম্যাচ তিনি খেলতে পারেননি। ৩১ ম্যাচ খেলে গোল করেন ২৭টি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে গত মৌসুমে ক্লাবের হয়ে ৪৫ ম্যাচে তার গোল ৩৮টি। তার জাতীয় দল নরওয়ে ইউরোর মূল পর্বে উঠতে পারেনি।

গত মৌসুমে রিয়ালে যোগ দিয়েই দারুণভাবে নিজেকে মেলে ধরেন বেলিংহ্যাম। ইংলিশ এই মিডফিল্ডার লা লিগায় ২৮ ম্যাচে ১৯ গোলের সঙ্গে অ্যাসিস্ট করেন ৬টি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১১ ম্যাচে তার গোল ৪টি, অ্যাসিস্ট ৫টি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪২ ম্যাচে ২৩ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থের ১৩ গোলে অবদান রাখেন তিনি।

আগামী ২৮ অক্টোবর প্যারিসে জমকালো অনুষ্ঠানে বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। ব্যালন দ'র জয়ী নির্বাচিত হয় সাংবাদিকদের ভোটে।

ব্যালন দ'রের জন্য ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা: জুড বেলিংহ্যাম (রিয়াল মাদ্রিদ), রুবেন দিয়াস (ম্যানচেস্টার সিটি), ফিল ফোডেন (ম্যানচেস্টার সিটি), ফেদেরিকো ভালভের্দে (রিয়াল মাদ্রিদ), এমিলিয়ানো মার্তিনেস (অ্যাস্টন ভিলা), আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি), নিকো উইলিয়ামস (আথলেতিক বিলবাও), গ্রানিত জাকা (বায়ার লেভারকুজেন), আর্তেম দোভিক (জিরোনা/রোমা), টনি ক্রুস (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিউস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), দানি ওলমো (লাইপজিগ/বার্সেলোনা), ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ (বায়ার লেভারকুজেন), মার্টিন ওডেগোর (আর্সেনাল), মাটস হুমেলস (বরুশিয়া ডর্টমুন্ড), রদ্রি (ম্যানচেস্টার সিটি), হ্যারি কেইন (বায়ার্ন মিউনিখ), ডেকলান রাইস (আর্সেনাল), ভিতিনিয়া (পিএসজি), কোল পালমার (ম্যানচেস্টার সিটি/চেলসি), দানি কারভাহাল (রিয়াল মাদ্রিদ), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা), বুকায়ো সাকা (আর্সেনাল), হাকান কালহানোগলু (ইন্টার মিলান), উইলিয়াম সালিবা (আর্সেনাল), কিলিয়ান এমবাপে (পিএসজি/রিয়াল মাদ্রিদ), লাউতারো মার্তিনেস (ইন্টার মিলান), অ্যাডেমোলা লুকম্যান (আতালান্তা), আন্টোনিও রুডিগার (রিয়াল মাদ্রিদ), আলেক্স গ্রিমালেদা (বায়ারলেভারকুজেন)।

স্পেনকে বিশ্বকাপের আয়োজক দেখতে চান না ভিনিসিয়ুস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে মোট ৬টি দেশে। প্রধান আয়োজক স্পেন, মরক্কো ও পর্তুগাল। এছাড়া বিশ্বকাপের শত বছর পূর্ণ হওয়ায় আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও প্যারাগুয়েতে হবে একটি করে ম্যাচ। আর সেই তালিকায় স্পেনের নাম দেখতে চান না ভিনিসিয়ুস!

স্পেনকে আয়োজক হিসেবে ভিনিসিয়ুস দেখতে চান না একটি ভিন্ন কারণে। অনেক বছর থেকেই দেশটিতে বর্ণবাদ ভয়াবহভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আর ভিনিসিয়ুস যেন এর নিয়মিত শিকার। তাই এর প্রতিবাদে বরাবরই সোচ্চার তিনি। বর্ণবাদ ইস্যুতে অগ্রগতি না হলে ২০৩০ বিশ্বকাপের আয়োজক থেকে স্পেন বাদ দেওয়ার দাবিও করেন এই ফরোয়ার্ড।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলার সময় বেশ কিছু ম্যাচে বর্ণবাদী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ভিনিসিয়ুস। যে কারণে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য অপরাধীদের গ্রেপ্তারও করেছে স্প্যানিশ আইন প্রয়োগকারীরা। দেওয়া হয়েছে শাস্তি। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন ভিনিসিয়ুস। বিশ্বাস করেন যে বর্ণবাদীদের উপড়ে ফেলার জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার।

সম্প্রতি সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভিনিসিয়ুস বলেছেন, 'আমি আশা করি (বর্ণবাদের ব্যাপারে) স্পেন আরও সোচ্চার হবে। এবং তাদের ত্বকের রঙের কারণে কাউকে অপমান করার গুরুতরতা বুঝতে পারবে। ২০৩০ সালের মধ্যে যদি জিনিসগুলি ঠিক না হয়, আমি মনে করি (বিশ্বকাপ) স্থান পরিবর্তন করতে হবে।'

এমন একটি দেশে যদি খেলোয়াড়রা খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ না করে যেখানে তারা বর্ণবাদের শিকার হতে পারে, তাহলে এটা খুব জটিল। আমি বিশ্বাস করি এবং আমি সবকিছু করতে চাই যাতে বিষয়গুলো পরিবর্তন হয়। স্পেনের অনেক লোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বর্ণবাদী নয়। একটি ছোট গোষ্ঠী আছে যারা দেশটির ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করছে,' যোগ করেন এই ব্রাজিলিয়ান।

২০২৩ সালের অক্টোবরে, বর্ণবাদ ইস্যুতে আদালতে গিয়েছিলেন ভিনিসিয়ুস। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের সময় তিনি যে বর্ণবাদী অপমান সহ্য করেছিলেন সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন এবং প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

█ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত █ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
█ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 █ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR